ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩১২৯

আগরতলা,৬ ডিসেম্বর,২০১৮

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি প্রচারে নিয়ে যেতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য সরকারের আয়না হলো তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। সরকারের চোখ কান হলো তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। এই দপ্তরের মাধ্যমেই সরকারের সমস্ত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী ফুটে উঠে। তাই এই দপ্তরকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকল্পগুলি প্রচারে নিয়ে যেতে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে। আজ মহাকরণের ১ নং সভাগৃহে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পর্যালোচনাসভায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

সভার শুরুতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব মানিক লাল দে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন-এর মাধ্যমে দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচী তুলে ধরেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কর্মসূচীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রয়েছে তা দপ্তরের বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহার করে রাজ্যব্যাপী প্রচারে নিয়ে যেতে হবে। সরকারী প্রকল্পগুলির ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। তিনি বলেন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে চলমান সভ্যতার সাথে সঙ্গতি রেখে আরও আধুনিক হতে হবে। তিনি বলেন, সরকারের ইতিবাচক দিকগুলির পাশাপাশি সরকারের অপপ্রচারের জন্য প্রকাশিত কোনও নেতিবাচক খবরের সত্যতা যাচাই করে দ্রুত সরকারের নজরে নিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে সরকারের প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কীম যেমন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রালোন যোজনা, রাজ্য মন্ত্রিসভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমূহ সম্পর্কে সংবাদ, ফিচার ও সাক্সেস স্টোরী তৈরি করতে হবে। গ্রামে-গঞ্জে ও পঞ্চায়েতগুলিতে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্প সম্পর্কে লিফলেটের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করতে হবে। তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্রে রাজ্য মন্ত্রিসভার গৃহিত সিদ্ধান্ত ও প্রকল্প নিয়ে প্রকাশিত ম্যাগাজিন, বুকলেটগুলি রাখতে হবে। দপ্তরের অডিও ভিজ্যুয়াল, সোশ্যাল মিডিয়া, ভিজ্যুয়াল পাবলিসিটি, বিজ্ঞাপন, ফিল্ম লাইব্রেরী, লোকরঞ্জন শাখা, ফিল্ড পাবলিসিটি, তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্র, লোকরঞ্জন শাখা, ফটো ও ভিডিওগ্রাফী শাখাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব এই দপ্তরে শীঘ্রই ফিল্ড লাইব্রেরী চালু করার জন্য দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দেন। তিনি বিভিন্ন স্কীম ও থিমের উপর ছোট ছোট ফিল্ম তৈরী করে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রচার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। যাতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা উপকৃত হতে পারে। এই কর্মসূচীকে মিশন মুডে নিয়ে যেতে তিনি পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কীমের হোর্ডিং তৈরী করে রাজধানী, জেলা ও মহকুমার জনবহুল এলাকায় লাগানোর জন্য নির্দেশ দেন।

***২-এর পাতায়

তিনি রির্সাচ এন্ড রেফারেন্স লাইব্রেরীকে ডিজিটাইজেশন করে ই-রেফারেন্স লাইব্রেরী রূপে পরিণত করার জন্য পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরকে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও মন্ত্রিসভার গৃহিত সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি মাসিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দেন। যাতে এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তিনি ট্যুরিজমের ভিডিওগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করার পাশাপাশি দপ্তরে নিযুক্ত সাংবাদিকদের আরও গতিশীল হওয়ার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতি নিয়ে চলতে চায়। এই নীতি বাস্তবায়নে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

বৈঠকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে দপ্তরের সংবাদ বিভাগ, সাংস্কৃতিক বিভাগ, বিজ্ঞাপন বিভাগ, ফটোগ্রাফি, লোকরঞ্জন শাখা, ফিল্ড পাবলিসিটি, পাবলিকেশন, কালচার‍্যাল ক্যালেন্ডার, সাংবাদিকদের কর্মশালা প্রভৃতি কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দপ্তরের সাফল্য ও প্রস্তাবগুলি তুলে ধরেন। সভায় দপ্তরের অধিকর্তা আশুদেব দাশ, উপঅধিকর্তা ভাস্কর দাশগুপ্ত, উপঅধিকর্তা দেবাশীষ দাস সহ উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****